e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র
বিশেষ সংখ্যা ঃ পকেটমারির রকমফের

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃপকেটমারির রকমফের

★ করোনা ক্যান্সার এইডসের মতো ভয়াবহ নয়। এই রোগ সর্দি জ্বরের মতো এমনিই সেরে যায়। ডাক্তার হাসপাতালের তেমন কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। যাদের দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা অন্য রোগে আক্রান্ত তাদেরই এই রোগে সমস্যা বেশি। সুস্থ সবল মানুষের এই রোগ কোন সমস্যা নয়।

M. - 8926420134, 8436644591 ◆ VOL-9 ◆ ISSUE- 7 ◆ MAY 2020 ◆ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ◆ RS. - 2.00 ONLY.

গ্রামবিকাশে পিআইবি-র বার্তালাপ

★দেবানন্দ দাস ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল বাসন্তীতে 'জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র' মঞ্চে। ক্যানিং স্টেশনে এসে ওখান থেকে ২৭ কিলোমিটার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা। গ্রামীণ ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্রকাশের অন্তত ১৫ দিনের মধ্যে কলকাতার পিআইবি-তে জমা না করলে আরএনআই বাতিল হয়ে যাবে। ফলে দূরের জেলা থেকেও ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সম্পাদকদের এ দায় সামাল দিতে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ে ঐ কাজটি করতে হচ্ছে। সত্যিই যদি আরএনআই নাম্বারটি বাতিল হয়ে যায়। বছরে একবার রিনিউয়ালের জন্য সারা বছরের কাগজ সল্টলেকে আরএনআই দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া চলছিল। বর্তমানে অনলাইনে সেই কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতি মাসে আরএনআই দপ্তরে কাগজ পৌঁছানো দূরের কোনো ক্ষুদ্র সংবাদপত্রে পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। একদিনে কাগজ প্রকাশের জন্য সরকারি কোনো রসদ নেই, শুধু আঁটোসাঁটো নিয়মশৃঙ্খলা। এই বিমাতৃসুলভ আচরণে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র আজ অবলুপ্তির পথে। রাজ্য বা কেন্দ্র কোনো সরকারের দায় নেই এদের বাঁচানোর। মঞ্চে উপস্থিত দিল্লি থেকে আগত ডিজি আর.এন. মিশ্র, প্রাক্তন পিআইবি এ.ডি.জি শান্তনু পালোধি, সিনিয়র সাংবাদিক রবীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক যাদব (স্থানীয় ব্যাংক ম্যানেজার), অরিজিৎ ব্যানার্জী (পরিবেশ গবেষক) ও চিত্রা গুপ্তা, ডেপুটি ডাইরেক্টর কলকাতা পিআইবি। সিএএ, এনআরসি, মুদ্রাঋণ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ইত্যাদি কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রচারে গ্রামীণ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব বোঝালেন বক্তারা। আয়োজক কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কলকাতাস্থিত পিআইবি - প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো। জেলার প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

সাই মিলন উৎসব

রণিতা দাস ঃ বাসন্তীর 'বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন' এবং 'জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের' কলাকুশলী সংগীত ও নৃত্য শিল্পীরা কলকাতার শ্রী ত্যাগরাজ হলে আয়োজিত সাই মিলন উৎসবে ভজন ও ভক্তিমূলক নৃত্য পরিবেশন করে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে ২৫ জনের টিম এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। পরিপূর্ণ হলের দর্শকমণ্ডলী এই অনুষ্ঠান দেখে ভীষণ আনন্দিত হন। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের শেষে করতালি দিয়ে সমগ্র হল মুখরিত হয়ে ওঠে। ছাত্র জমির এবং ছাত্রী কুষ্ণার নৃত্যে উপস্থিত অভিজ্ঞ শিল্পীগণও প্রশংসা করেন। ভজন গান পরিবেশন করে ছাত্রী বৃষ্টি রায়, দেবানন্দ দাস ও দেবস্মিতা দাস। অনুষ্ঠানের শেষে সাই মিলন কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পীসহ সকলকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। সেখানে প্রবাসী বাঙালি গণেশ সেনগুপ্ত ও ডেনমার্কের মিসেস মারিয়ানা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেককে সাইবাবার চিত্রাঙ্কিত মেমেন্টো দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চিত্রশিল্পী ক্ষিতীশ বিশাল। ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুব আনন্দিত হয়েছে।

ডেনমার্ক - ৪০

বরফ গলে গ্রিনল্যান্ডে তৈরি হল আস্ত নদী

★ বরফ গলে গ্রিনল্যান্ডে তৈরি হল আস্ত একটা নদী। দীর্ঘ সময় ধরে নয়। একদিনের মধ্যেই পরিবেশের এই ব্যাপক চিত্রপট বদল। ১ তারিখ থেকেই গ্রিনল্যান্ডে ভয়ংকরভাবে হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। সেই ভয়াবহ ভিডিও-ই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এমন ভয়াল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোরা চেষ্টা করছেন। কাজে লাগানো হচ্ছে স্যাটেলাইট তথ্যও। এই মেরুদেশে প্রায় ৬০ শতাংশ বরফ গলে একটি নদীর রূপ ধারণ করেছে। এই বছরই গ্রিনল্যান্ডে হিমবাহ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রের জলস্তর অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। একমাসের মধ্যে বেড়েছে কোথাও কোথাও ০.১ মিলি মিটার বা ০.০০২ ইঞ্চি। জুলাই মাসে হিমবাহ গলে মোট ১৯৭০ কোটি টন জল এসে পড়েছে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে। গ্রিনল্যান্ডের এই ঘটনায় বরফ গলে মোট ১ হাজার কোটি টন জল সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে গ্রিনল্যান্ডের বর্তমান এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হয়েছে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোপের দাবদাহকে। *(৪.৮.১৯)*

কী বিচিত্র এই প্রাণী জগৎ - ৪২

শতাব্দী অতিক্রম করে দেখা মিলল কালো বাঘের

★ এরা ভীষণই বিরল এক প্রজাতি। পৃথিবীর বুকে এদের শেষ দেখা গিয়েছিল আজ থেকে একশো বছর আগে, আফ্রিকার গভীর অরণ্যে। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আফ্রিকাতেই এদের দেখা মেলে। সম্প্রতি আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে আবারও দেখা গেছে কালোবাঘ, সংখ্যায় কম হলেও তারা আছে। এই ফোটোগ্রাফার সেই জঙ্গলে গিয়ে ছবি তুলেছিলেন। আচমকাই লেন্সে কালো বাঘের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেননি। তবে খানিকক্ষণ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতেই বুঝলেন, এটা বিরল প্রজাতির কালো বাঘ। তাঁর নাম উইল বুরার্ড লুকাস, তিনি ব্রিটিশ। তাঁর দাবি কেনিয়ার লাইকিপিয়া জঙ্গলে তাঁবু করে থাকার সময়েই এই কালোবাঘটিকে তিনি দেখতে পান। সেটি আসলে কালো চিতা। *(২৭.২.১৯)*

কুকুরের ভাষাও বুঝবে মানুষ

★ কুকুরের ভাষা আমরা বুঝি না। যদি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করা যায়, যা কি না কুকুরের ঘেউ ঘেউকে মানুষের ভাষায় দিব্যি প্রকাশ করে দেবে, তা হলে কেমন হবে? পশু-ব্যবহার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কন স্লোবোডচিকফের দাবি, আর কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করে ফেলবেন এমন যন্ত্র! গিজবট ডট কমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, নর্দার্ন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্লোবোডচিকফ এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ৩ দশক গবেষণা করে চলেছেন। স্লোবোডচিকফ জানিয়েছেন, তিনি দিনের পর দিন, বিভিন্ন মেজাজে কুকুরের ভিন্ন ভিন্ন গলার স্বর নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর দাবি, কোনো অনুবাদক যন্ত্র, যা কিনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, সেইসব আলাদা আলাদা ডাকের তথ্য দিলে তিনি বের করে ফেলবে কুকুরের কোন ডাকের কী মানে। আপাতত বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় মত্ত স্লোবোডচিকফ। কোনো সন্দেহ নেই, যদি সত্যিই তিনি সফল হন তাঁর গবেষণায়, তা হলে তা হবে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। *(১৩.৩.১৯)*

পরিবেশ

৬০০ মানুষের দ্বীপে ২৩৮ টন বর্জ্য

★ ভারত মহাসাগরের ককোস (কিলিং আইল্যান্ড) দ্বীপে ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার জুতো এবং ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টুথব্রাশ পাওয়া গিয়েছে। 'দ্য নেচার'-এ প্রকাশিত সংবাদ। প্রত্যন্ত এই দ্বীপটিতে ৬০০-রও কম মানুষের বসবাস। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, ৬০০ মানুষ ৪ হাজার বছর বর্জ্য ফেললে প্রায় ১০ লক্ষ জুতো এবং ৪ লক্ষের মতো টুথব্রাশ জমা হত। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক-বর্জ্য পর্যটক ও ভ্রমণপিপাসুদেরই পরিত্যক্ত সামগ্রী। তাহলে প্লাস্টিক-বর্জ্য কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান লিখেছে, ককোস দ্বীপে ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ প্লাস্টিক-বর্জ্য পাওয়া গিয়েছে, যার ওজন ২৩৮ টন। *(২২.৫.১৯)* কিন্তু আমার ধারণা ডাক্তারবাবুদের এই পরামর্শ বর্তমান ক্ষেত্রে কোনমতে প্রযোজ্য নয়। যেভাবে খবর পাওয়া যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকেরই বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারি আদেশ অবশ্যই জরুরি। মনে রাখতে হবে এখনও বিশ্বে কোন ভাইরাস মারার ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং উন্নত-অনুন্নত, ধনী গরিব এই রোগে সব দেশের অবস্থাই সমান। পার্থক্য শুধু চিকিৎসাগত সুবিধা-অসুবিধার। রোগীর মরণ বাচন নির্ভর করবে কেবল চিকিৎসাগত সুবিধা-অসুবিধার উপর, ওষুধের উপর নয়। অনুরোধ, মাস্ক ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে যাবেন না। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পূর্বে মহামারী হয়েছে। তবে এত বিস্তৃতভাবে নয়। মানুষ ওইসব মহামারীকে জয় করেছে। এবারও আমাদের অনেক ক্ষতি হবে ঠিকই। কিন্তু আমরা (বিশ্ববাসী) নিশ্চয়ই জয় করব। একটাই রাস্তা কমপক্ষে এক মিটার দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা। মাস্ক ব্যবহার করা। এখন প্রতিদিন বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস (১৫ অক্টোবর) পালন করা। জয় আমাদের হবেই।

বাসন্তীতে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি

★ বিঘার পর বিঘা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে মেছোভেড়ি তৈরি হচ্ছে বাসন্তীতে। বাসন্তী থানার জ্যোতিষপুর পঞ্চায়েতের রাধারানিপুর ও ভরতগড় পঞ্চায়েতের আনন্দাবাদ মৌজায় মাতলা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ। একই অভিযোগ উঠেছে ক্যানিংয়ের ডাবু এলাকাতেও। সেখানেও মাতলার চরে বেশ কয়েক বিঘা জমির ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি তৈরির কাজ চলছে। বাসন্তীর কিছু মানুষ এ বিষয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগও জমা দিয়েছেন। *(১৩.৪.১৯)*

ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেল, গ্রেপ্তার মা ও ছেলে

★ এক ব্যবসায়ীকে ব্যক্তিগত মুহূর্তের একটি ছবি পাঠিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে মা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সল্টলেকের জিনি ব্লকের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী পুলিশে অভিযোগ জানান। অঞ্জনা মজুমদার ও তাঁর ছেলে সৌম্যায়ক ফোনে হুমকি দিচ্ছে, ২ লাখ টাকা না দিলে ওই ছবি তাঁর পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এলআইসি করার নাম করে মা ও ছেলে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী কোনও পলিসি না করায় আক্রোশবশত ব্ল্যাকমেলের পথ বেছে নিয়েছিল। শনিবার রাতে ওই ব্যবসায়ী মা ও ছেলেকে টাকা দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডাকেন। তখনই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। *(২৬.১১.১৮)*

বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন

পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দূরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

উদ্দেশ্য

❖ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ❖ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ❖ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ❖ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ❖ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

বিষয় ঃ ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) ঝালাই

—ঃ শর্তাবলী ঃ—

❖ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ❖ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ❖ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ❖আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

প্রশিক্ষণ শুরু হবে ৯ মার্চ থেকে এবং আসন সংখ্যা ৩০

যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২
মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫

ভগবান কখনোই মূর্তির মধ্যে অবস্থান করে না। তোমার অনুভবই তোমার ভগবান। আর, তোমার মন হল মন্দির। — চাণক্য

আজকের বসুন্ধরা

১৮ বৈশাখ ১৪২৭, ১ মে ২০২০ (প্রকৃত ১২ বর্ষ ১২তম সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

প্রতারক ও প্রতারিত

★ সরকারি চাকরির টোপ দিয়ে প্রতারণার 'গ্রাফ' সবচেয়ে বেশি। যেখানে কর্মসংস্থানের এত অভাব, সেখানে মহামূল্যবান একটি সরকারি চাকরির জন্য যে কিছু মানুষ রফা করতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন একটি স্বল্প বেতনের বেসরকারি, চুক্তিভিত্তিক চাকরির জন্যই কিছু মানুষকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হতে হচ্ছে। বিদেশের চাকরির নাম শুনলে তো কথাই নেই। সদ্য নিউটাউনের এমন একটি ঘটনা সামনে এসেছে, ঝাঁ চকচকে অফিস খুলে বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা হাতিয়ে সরে পড়েছে প্রতারকরা। সবাই কর্মসংস্থান চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে অসাধুরা প্রতারণার ব্যবসা খুলে বসে। সাধ আর সাধ্যের সামঞ্জস্য না থাকলে এমনটাই হয়। যেমন ফ্যাশন শোয়ে সুযোগ, টিভি শোয়ে সুযোগ। সাত ও আটের দশকে সিনেমায় সুযোগের নামে বহু যুবক-যুবতীকে প্রতারিত হতে হয়েছে। গ্ল্যামারের দুনিয়ার হাতছানিতে এখন সেই প্রতারণার নতুন মোড়কে। লটারিতে ডলার জেতার খবর দিয়ে প্রতারণা এক দশকের পুরনো হয়েও রমরমিয়ে চলছে। বন্ধুত্বের বেশ ধরেও সোশাল মিডিয়া বেয়ে আসছে প্রতারণা। বিদেশি বন্ধু ভাব জমিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করছে। ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছে অজ্ঞ। এইসব ক্ষেত্রে যারা প্রতারণা করছে, তার থেকেও বড় অপরাধী তারাই, যারা প্রতারিত হচ্ছে। কারণ, বাস্তবহীন লোভই তাদের প্রতারিত করছে। কোনও সূত্র ধরে যখন প্রলোভন আসে, একাংশের মানুষের হুঁশ-বুদ্ধি থাকে না। দিন বদলেছে, কৌশল বদলেছে, কিন্তু ঠকানোর ও ঠকার 'কারণ' একই রয়ে গিয়েছে—মানুষের লোভ। বিশ্বায়নের যুগে ভোগবাদের দুনিয়ায় প্রতারণা চক্র কর্পোরেট রূপ ধারণ করেছে মাত্র।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

বনক্যান-৫৬

★ ডাঃ সুভাষ মিস্ত্রী ঃ সুন্দরবনে বনক্যান বা ক্রোটালারিয়া প্যালিডা (Crotalahia pallida) প্রজাতির বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। অনুজ্জ্বল রেশমীযুক্ত তলদেশ ত্রিফলকপত্র। হলুদের উপর লাল দাগের ফুল। ২০-২৫টা বীজ নিয়ে শুঁটি বাঁকানো ও বিভিন্ন দিকে ছিটিয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর ফুল-ফল জন্মে। জোয়ার-ভাঁটার সংস্রবমুক্ত বালুবেলায় ভালো হয়। বনক্যান মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সার জোগাতে বিশেষ সহায়ক।

প্রতারণায় পাকড়াও মহারাষ্ট্রের কেপমার

★ মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যে এই কেপমারদের দল একই কায়দায় টাকা হাতিয়ে নিত। মহারাষ্ট্রের বিভালদি থানা এলাকা থেকে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গত ১৬ আগস্ট পোস্তা এলাকায় একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে এক ব্যবসায়ীর ন'লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন অভিযুক্ত। কেপমারির কৌশলটাও অভিনব। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়ে গিয়েছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী নির্মল আগরওয়াল। ন'লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের কাউন্টারে জমা দেওয়ার আগে নির্মলের সঙ্গে দেখা হয় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। ওই ব্যক্তিটি নির্মলকে দেখে বলেন, 'আপনার দোকানে তো আমার কিছু ধার বাকি আছে। দেখা হয়ে গেল। টাকাটা দিয়েই দি।' নির্মল ওই ব্যক্তিটিকে না-চিনলেও ভাবেন, হয়তো পুরোনো কোনও ক্রেতা। ব্যাঙ্কে দাঁড়িয়েই একটি চেক লিখে দেন ব্যক্তিটি। তারপর নির্মলকে বলেন, 'বাকি টাকাও আজই দিয়ে দেব। ব্যাঙ্কের উপরই আমার অফিস। টাকাটা নিয়ে নিন অফিস থেকে। আমি আপনার টাকা নিয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছি।' নির্মল উপরে যেতেই ন'লক্ষ টাকা নিয়ে গায়েব অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটি। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, এ তো পুরোনো আসামি মুকেশ মেনন। আগেও জেল খেটেছে। কলকাতায় কেপমারির অভিযোগে বছর চারেক আগে ধরা পড়েছিলেন মেনন। জেল থেকে বেরিয়ে ফের নতুন কায়দায় কেপমারির কারবার চলছিল। *(৫.৯.১৯)*

সাহায্যের অছিলায় প্রতারণা

★ *দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট এস্টেটের বাসিন্দা রঞ্জন বসু (৭০) রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদের* ভিজিল্যান্স বিভাগের আধিকারিক ছিলেন। ভাঙা পা নিয়ে শয্যাশায়ী। স্ত্রী সবিতা বসু বলেন, 'প্রায় তিন মাস আগে তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা ধরা পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে চিকিৎসকরা পেসমেকার বসানোর কথা বলেন। সেই সময়ে তাঁদের আস্থা অর্জনের জন্য দক্ষিণ কলকাতার এক রাজনৈতিক নেতা উদ্যোগী হন। তিনি হাসপাতালের ডিরেক্টর থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সচিবের জাল চিঠিও দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম বিশ্বরূপ ঘোষ। রঞ্জনবাবু ও সবিতা দেবীর কাছ থেকে সাহায্যের অছিলায় বিশ্বরূপ প্রায় দু'লক্ষ টাকা প্রতারণা করে। সমস্ত কাগজপত্র দেখে এসএসকেএমের কর্মীরা বুঝতে পারেন, ওই দম্পতি প্রতারণার শিকার। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযুক্তর খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। তবে আপাতত রঞ্জনবাবুর চিকিৎসা চলছে এসএসকেএমেই। *(২৫.২.১৯)*

পকেটমারির রকমফের

জামিন করিয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা

★ নিউটাউনের বাসিন্দা দিলীপ দে, একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। কাজের সূত্রে আবু হোসেন নামে একজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। আবু দিলীপকে জানান, গুরুপদ মাজি নামে তাঁর এক পরিচিত মাদক মামলায় বিষ্ণুপুরে গ্রেপ্তার হয়েছেন। জামিন করানোর জন্য তিনি দিলীপের সাহায্য চান। কাজের সূত্রে দিল্লীতে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করেন দিলীপ। সেই সুবাদে সন্দীপ গুপ্তা নামে একজনের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। সন্দীপ তাঁকে জানান, গুরুপদর জামিনের জন্য সব মিলিয়ে লাখ পঞ্চাশেক টাকা লাগবে। স্বাগতকুমার নন্দা নামে এক আইনজীবীর সঙ্গেও যোগাযোগ করিয়ে দেন সন্দীপ। দিন তিনেক আগে কলকাতায় আসেন সন্দীপ ও স্বাগত। সন্দীপ জানায়, কালীঘাট এলাকার কোনও নেতাকে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হবে। সে জন্য দিলীপের কাছ থেকে তিনি ওই টাকা নেন। এর পর কালীঘাটে যান সন্দীপ ও স্বাগত। নেতাকে 'ম্যানেজ' করার জন্য হাজরা রোডের কাছে দিলীপকে ডেকে আরও ১০ লক্ষ টাকা চান সন্দীপ। তিনি টাকা দিতে রাজি না হলে দু'পক্ষের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হয়। সন্দীপকে সেখান থেকেই পুলিশ পাকড়াও করেছে। *(৭.১২.১৮)*

মোবাইল রিচার্জে গচ্চা ৫০ হাজার

★ মোবাইল রিচার্জ করতে গিয়ে এক তরুণী খোয়ালেন ৫০ হাজার টাকা। ঘটনাটি গরফা এলাকায়। রিচার্জ করার পর ওই তরুণী দেখেন, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ডেবিট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মোবাইল রিচার্জ হয়নি। তিনি সংশ্লিষ্ট টেলিকম সংস্থার কল সেন্টারে ফোন করে সব জানান। গরফার ঘোষপাড়া লেনের ওই তরুণী অনুশ্রী কর্মকারকে টেলিকম সংস্থার তরফে বলা হয়েছিল, সাত-আট দিনের মাথায় তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যাবে। ওই সংস্থার তরফে এ ব্যাপারে একজন ফোন করবেন। ঘটনাটি ঘটে ৪ নভেম্বর। মোবাইল রিচার্জের অঙ্ক ছিল ১৭৯ টাকা। গত ১০ নভেম্বর ওই টেলিকম সংস্থার তরফে ফোন করে আমাকে বলে, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট হয়ে যাওয়া টাকা দ্রুত ফিরে পাবেন। তবে এরজন্য যে কার্ড দিয়ে রিচার্জ করা হয়েছে, সেটির শেষ চারটি ডিজিট বলতে হবে। অনুশ্রীদেবী চারটি ডিজিট দিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ওই ব্যক্তি ফোন করে বলে, শীঘ্রই আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ক্রেডিট হয়ে যাবে। একটি নম্বর আসবে। সেটা যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার মোবাইলে একটি ওটিপি আসে। ওই ওটিপি নম্বরের সঙ্গেই একটি ফোন নম্বর পাঠানো হয়। সেই নম্বরে ওটিপি পাঠাই। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মোবাইলে পরপর তিনটি এসএমএস আসে। ২০ হাজার করে দু'দফায় এবং এক দফায় ১০ হাজার ২৫০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। গরফা থানার দ্বারস্থ হয়েছি। *(১৫.১১.১৮)*

চুরি রুখতে চোর নিয়োগের বিজ্ঞাপন

★ সামনে ক্রিসমাস। গোটা ডিসেম্বর মাস ধরে চলে উৎসবের মরশুম। তাতে দোকানে খরিদ্দারের ভিড় হয়। এই ফাঁকেই জিনিসপত্রও চুরি হয় প্রচুর। উৎসবের মাসে লাভের বদলে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। তাই চুরি রুখতে অভিনব পন্থা নিয়েছেন এক দোকানি। চুরি রুখতে ধরতে চোর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয় বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, চোরকে ওই মহিলার দোকানে এসে চুরি করতে হবে। এর জন্য প্রতি ঘন্টার পারিশ্রমিক হিসাবে চোরকে তিনি পঞ্চাশ পাউন্ড দেবেন। শুধু তাই নয়, চুরি করা জিনিস থেকে চাইলে তিনটি জামা রাখাতে পারবেন ওই চোর। ওই চোরকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েকবার ওই দোকানে চুরি করতে হবে। এরপর চুরির বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিতে হবে। সেই রিপোর্টে বলা হবে, সে কীভাবে জিনিস চুরি করেছে। চোরের দেওয়া চুরির রিপোর্ট থেকে তিনি বুঝতে চান দোকানের নিরাপত্তা বিষয়ে কী ধরনের ফাঁকফোঁকর থেকে গিয়েছিল। ২০১৩ সালে দোকানটি খোলার পর থেকে ক্রিসমাস এলেই তিনি চুরির জন্য লোকসানের মুখে পড়েন। তাই চুরির ধরণ বুঝতে চোরের সাহায্য নিতে চান। সেই ভাবেই তিনি আগামীতে দোকানের নিরাপত্তা সাজাবেন। এখন এই বিজ্ঞাপন ব্রিটেনে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। *(৯.১২.১৮)*

নগ্ন ডাকাত

★ আমেরিকার লুইসিয়ানা প্রদেশের হারানাহ শহরে এদিন এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে লুঠ করতে পরিকল্পনা করেছিল দম্পতি। তাঁকে ফোন করে ওই মহিলা একটি নির্দিষ্ট লোকেশনে আসতে বলে। সেখানে সময় মতই পৌঁছে যান চালক। যাত্রীকে দেখে দরজা খুলে দেন চালক। দরজা খুলে দেখেন, ওই মহিলা যাত্রী নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলার পরেই চালকের মুখ বুকের উপর চেপে ধরে ওই মহিলা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চুমু খাওয়া, হাত ধরে বশ করার চেষ্টা করেন। এই সুযোগে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দেয় ওই মহিলার স্বামী। এর পরেই ছুরি বের করে ওই দুষ্কৃতি। টাকা পয়সা চায়। ভাগ্য ভালো সামনেই ছিল পুলিশ চৌকি। সেখান থেকে সময় মতো হাজির হয় পুলিশ। হাতেনাতে ধরা পড়ে নগ্ন ডাকাত। *(১১.৮.১৮)*

বাজারে বিক্রি হচ্ছে স্কিমিং মেশিন

★ স্কিমিং মেশিন অনলাইনেই বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থাও স্কিমিং মেশিন বিক্রি করে বলে জানা গেছে। স্কিমিং মেশিনের ব্যবহার সম্পর্কেও তথ্য দেওয়া আছে। গুগল সার্চে গিয়ে স্কিমিং মেশিন ফর এটিএম লিখে সার্চ দিলেই অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এটিএম কার্ডের তথ্য চুরি করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেজে বহু লোক ফোন করত। কেউ ভুল করে অ্যাকাউন্ট নম্বর বা এটিএমের পিন নম্বর দিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যে টাকা গায়েব হয়ে যেত। এরপর বাজারে এল প্রতারকদের নতুন কৌশল। স্কিমিং মেশিন লাগিয়ে এটিএম কার্ডের পিন নম্বর জেনে নেওয়া। অনেক সময়ই তাড়াহুড়োয় কেউ খেয়াল করেন না, এটিএমের যেখানে কার্ড গুঁজছেন সেখানে কোনও সূক্ষ্ম যন্ত্র বা কোনও ডিভাইস লাগানো রয়েছে কিনা। একবার কার্ড ব্যবহার করলেই তার রেকর্ড ধরা থাকে। প্রতারকরা সময় বুঝে ওই ডিভাইস খুলে নেয়। গ্রাহকেরা ভাবেন, ওই ডিভাইসটি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকেই লাগানো হয়েছে। এখানে তাঁরা ভুল করেন। *(২.৮.১৮)*

প্রতারণার শিকার গৃহবধূ

★ অভিনব কায়দায় প্রতারণার শিকার গৃহবধূ। উলুবেড়িয়া থানা এলাকার গরুহাটা মোড়ে। গরুহাটার গৃহবধূ অর্চনা মাঝি (৫০) অটো ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় তার কাছে আসে এক যুবক। অর্চনাকে বলে, সে এই টাকার বান্ডিলটা কুড়িয়ে পেয়েছে। খবরের কাগজে মোড়া একটি বান্ডিল অর্চনাকে দিয়ে যুবকটি বলে এটি আপনার কাছে রাখুন আমি একটি ব্যাগ কিনে আসছি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অর্চনার ব্যাগের মধ্যে একটি কাগজের মোড়া বান্ডিল ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। পরক্ষণেই অর্চনার কাছে আসে আর একটি লোক। সে বলে আমার এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা হারিয়ে গেছে। একটি ছেলে তা কুড়িয়ে পেয়েছে। ওই ছেলেটি কি আপনার কাছে টাকা রেখে গেল? এই সময় হাজির হয় আর এক ব্যক্তি। সে অর্চনাকে বলে কত ভালো ছেলে দেখেছেন দিদি, অতগুলো টাকা কুড়িয়ে পেয়েও নিয়ে পালিয়ে যায়নি। এমতাবস্থায় যার টাকা খোয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছিল, সে ওখান থেকে সরে পড়ে। ওই মুহূর্তে অর্চনার কাছে ফিরে আসে সেই যুবক। অর্চনা মাজি বলেন, ওই ছেলেটি আমার কাছে এসে তার হাত আমার মুখের উপর বুলিয়ে দেয়। তারপর মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। এরপর ওই ছেলেটি ও লোকটি আমাকে গরুহাটার কাছে একটি গলিতে নিয়ে যায়। সেখানে মহিলার শরীর থেকে গয়না খুলে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তারা জানায়। বাড়ি এসে ওই গৃহবধূ দেখেন ব্যাগে কোনও গয়না নেই। খোয়া যাওয়া গহনাগুলির মূল্য লক্ষাধিক টাকা। এদিন উলুবেড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। *(১৮.১১.১৪)*

ঠগিনির বিয়ে করে সর্বস্ব লুঠ

★ মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর জেলার কিষানগড়ের বাসিন্দা সুনীল গুপ্তা, পেশায় ব্যবসায়ী। স্থানীয় চন্দুর কাছে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে, এই চান্দু এবং তার এক বন্ধু, গোলু দু'জনেই ছিল এই ঠকচক্রের সদস্য। তারা বিষয়টি জানায় রাহুল নামে তাদের আরেক বন্ধুকে। সুনীলকে জানায়, সে ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। নিজের বোন স্বপ্নার সঙ্গে সে সুনীলের বিয়ে দিতে চায়। বিয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা দাবি করে রাহুল। রফা হয় ৯৫ হাজারে। ৪ মার্চ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সুনীল এবং স্বপ্না। কন্যাদান করে রাহুল। বিয়ের দিন এবং তার পরের দিন বোনের শ্বশুরবাড়িতেই কাটায় রাহুল। কিন্তু ৬ মার্চ ভোরবেলায় সুনীল ঘুম থেকে উঠতেই দেখেন, বাড়ি ফাঁকা। সোনা এবং রুপোর গয়না সহ তিন লক্ষ নগদ টাকাও মিসিং। এর পরই পুলিশের দ্বারস্থ হন সুনীল। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাহুল-স্বপ্না-চান্দুর এই ঠকচক্র এর আগেও দু'জনকে এভাবেই বিয়ের জালে ফাঁসিয়ে, সর্বস্ব লুঠ করে পালিয়েছে। তবে পুলিশের জালে ধরা পড়ে গোটা চক্রটাই। ১০০০ পুরুষে মাত্র ৮৮৩ জন মহিলা। বিয়ের জন্য পাত্রীর হদিশ পাওয়া এই এলাকায় দুঃসাধ্য। সুনীলকে প্রতারণা করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকেই মাথায় রেখেছিল স্বপ্না ও তার গ্যাং। *(৪.৪.১৯)*

বাবা-মায়ের মদতে এটিএম চোর ছেলে

★ লক্ষাধিক টাকা হাতানোর একটি অভিযোগ সামনে এসেছিল নদিয়ার তাহেরপুর থানার পুলিশের কাছে। তদন্তে নেমে ওই কিশোরকে জেরার পর কল্যাণীর গয়েশপুর থেকে তার বাবা-মাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কিশোর ইউটিউব দেখে এমন অপরাধ রপ্ত করেছিল বয়স্ক গ্রাহকদের এটিএম থেকে টাকা তুলতে সাহায্য করার নামে পাসওয়ার্ড জেনে নিত। তারপর টাকা তুলে অন্য এটিএম কার্ড ফেরত দিত। পরে সে স্বীকার করে, বাবা-মায়ের বুদ্ধিতে একাজ করে। কিশোরের বাবা ট্যাক্সিচালক গৌতম মজুমদার ও মা রত্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি অতুল সাহা নামে এক বয়স্ক মাছ ব্যবসায়ীকে এটিএম থেকে টাকা তুলে দিয়েছিল ওই কিশোর। *(১৪.৩.১৯)*

আইনি অধিকার - ৪২

এইডস রোগীদের 'একঘরে' করলে জেল ও জরিমানা

★ এইচআইভি আক্রান্ত হলেও তাকে কোনওভাবেই 'একঘরে' করা যাবে না। চলবে না ভেদাভেদ। অস্বীকার করা যাবে না কর্মসংস্থানে। বাধা দেওয়া যাবে না পড়াশোনায়। যেকোনও জায়গাতেই যেতে পারবেন, বসবাস করতে পারবেন। এতে বাধা দিলে দু'বছর জেল এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে। এমনই বিল আসছে। ভারতে এই মুহূর্তে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ এইচআইভি আক্রান্ত। *(৬.১০.১৬)*

চোখে নিষেধ

★ এতদিন ছিল কাজকর্ম, পোশাক-আশাক। এবার হল চোখ। কোনও মেয়ের যদি সুন্দর চোখ হয় তাহলে এদেশে বিপদ। সুন্দরী মেয়েদের চোখের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এদেশের সরকার। দেশটির নাম সৌদি আরব। শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি। সেই সঙ্গে জারি করা হয়েছে আইনও। নতুন এই আইনে যেসব মেয়ে বা মহিলার চোখ সুন্দর ও আকর্ষণীয়, তাঁদের চোখ ঢেকে রাখতে হবে। বোরখা পরলেও শুধু চোখ দুটো বের করে রাখা যাবে না। হিজাবের ওপর ভেইল বা পর্দাটা মাস্ট। *(৬.১০.১৬)*

নকল আইফেল টাওয়ার

★ ইকো পার্কে প্রায় ৩০০ টন ইস্পাতে তৈরি ১৮০ ফুট উঁচু নকল আইফেল টাওয়ার সোমবার থেকে খুলে দেওয়া হল। লিফটে উঠে ৮২ ফুট উচ্চতায় শীততাপনিয়ন্ত্রিত অলিন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবেন দর্শকরা। টিকিট খরচ পড়বে ৬০ টাকা। *(২৫.১২.১৮)*

পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন-৪৯

চার চাকায় চড়ে মানিব্যাগ ছিনতাই

★ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির গেটের উল্টোদিকে একটি আবাসনে থাকেন ডঃ পতিতপাবন হাউড়ি ও তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবী। ভোরে হাঁটার অভ্যাস এই দম্পতির। শুক্রবার ভোর ৬টা নাগাদ কামালগাজি বাইপাস ধরে হাঁটতে বের হন তাঁরা। প্রথমে যান কামালগাজি বাজারে। সেখানে ফল, সবজি কেনেন। বাইপাস ধরেই বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকাই গৌরীদেবীর গা ঘেঁসে একটি ইন্ডিকা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে এক যুবক হাত বাড়িয়ে গৌরীদেবীর হাতে থাকা মানিব্যাগটি ছিনতাই করে নেয়। তাঁরা জানিয়েছেন, ব্যাগে নগদ তিন হাজার টাকা ছিল। গাড়িটি দ্রুতগতিতে বাইপাস ধরে পালিয়ে যায়। তখন গাড়ির নম্বরটি তাঁরা দেখেছিলেন, পুলিশের কাছে সেই নম্বর দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন হাউড়ি দম্পতি। *(১৮.৮.১৮)*

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯

২ ঃ গৌরী কামিলা (৩২) রক্ষা পেল ঃ মাছ ধরার জাল পাড়তে গিয়ে বাড়িতে কেউটের ছোবল খেলেন। দ্রুত চিকিৎসা শুরু হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেন তিনি।

★ ৭ ঃ খোদাবক্স গাজি ও রাজু গাজির মৃত্যু হল ঃ হাসনাবাদের খসাল মোড় এলাকায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। গত চারদিনে ১৩ জন সর্পদংশনের শিকার হয়েছেন। বসিরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ওঝার ফলে শম্পা রায় (১.৫) মারা গেল ঃ আলিপুরদুয়ার হলদি বাড়ি রোডের শিশুটিকে বাড়ির রান্নাঘরে সাপে কাটে, ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করায়। শেষে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

৮ ঃ দু'মাথা সাপ ঃ নিউ জার্সির গভীর জঙ্গলে মিলল বিরল দু'মাথাযুক্ত র‍্যাটেল স্নেক। গত মাসে পরিবেশবিদ ডেভ স্কেনেইডারার দলবল গভীর জঙ্গলে সাপটির খোঁজ পান। আবিষ্কর্তার নামানুসারেই সাপটির নাম দেওয়া হয় 'ডবল ডেভ'। ২০-২৫ সেন্টিমিটার লম্বা বিষাক্ত সাপটির দু'টি মাথাই সম্পূর্ণ গঠিত এবং সচল। ফলে, এর চারটি চোখ, দুটি জিভ।

৯ ঃ মনি ধাড়া (৩১) প্রয়াত ঃ ফলতার উত্তর বাসুলাট গ্রামে। মহিলার পিঠে সাপ ছোবল দেয়। সে সময়ে সাপটি মণির স্বামী, বছর চল্লিশের মঙ্গলকেও ছোবল মারে। মণিকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মারা যান তিনি। অসুস্থ হয়ে পড়েন মঙ্গল। তাঁকে সেখানেই ভর্তি করা হয়েছে।

১১ ঃ মনেশ্বর দেবশর্মা (১৭) মারা গেল ঃ রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবেই মনেশ্বর মারা গিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে বাড়ির লোকজন। হাসপাতালে স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখার প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ছিল না। ফলে মৃত্যু হয়েছে।

১৪ ঃ দু'মুখো সাপ ঃ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে সোনালি রঙের দেখতে এই দুমুখো সাপটি এতটাই ছোট যে হাতের তালুর উপরে যাচ্ছে। বিষ রয়েছে কি না জানা যায়নি।

১৫ ঃ তুষান জানা (১৩) মারা গেল ঃ এগরায় আকলাবাদ গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। তার মুখ থেকে গাঁজলা বের হতে থাকে। দ্রুত তাকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

১৬ ঃ শ্রাবণী দাস (১৩), সূর্য দাস (৩) মারা গেল ঃ পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের ভৈরবপুর গ্রামে কালাচের ছোবলে প্রাণ হারাতে হল একই পরিবারের ছোট্ট পিসি ও ভাইপোর। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় হল পিসি ও ভাইপোর।

১৮ ঃ প্রশান্ত দে (৩৫) হাসপাতালে ঃ বাদুড়িয়ার চণ্ডীপুর এলাকায় সাপের ছোবলে জখম হন। হাবড়া স্টেট জেনারেল হাপাতালে নিয়ে আসা হয়। কৌটো বন্দী করে সেই সাপটিকেও হাসপাতালে আনা হয়।

২০ ঃ সুমিতা দিগার (৪০) মারা গেল ঃ গোঘাটের লক্ষবেরিয়া গ্রামে। রাতে বাড়ি সংলগ্ন ঘর থেকে জ্বালানি বের করার সময় সাপে ছোবল মারে তাকে। আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মারা যান।

২১ ঃ রহুল আমিন (১৪) ও শাহাবুদ্দিন (১৭) মারা গেল ঃ কালাচের কামড়ে দুই কিশোরের মৃত্যু হল। তাদের বাড়ি বসিরহাট-১ ব্লকের বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগোবরা গ্রাম। বসিরহাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সকালে তাদের মৃত্যু হয়।

২২ ঃ বিশ্বজিৎ কর্মকার (২৭) মারা গেল ঃ লোদনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপসিট গ্রামে। বাড়ির পাশেই মন্দিরের কাছে বসেছিল। তখন পায়ে কিছু একটা কামড়ায়। প্রথমে ব্লক হাসপাতালে ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকালবেলায় মারা যায়।

২৩ ঃ বোকা বাউড়ি (২৮) মারা গেল ঃ জামুড়িয়া থানার খাসকেন্দা নজরুল পল্লি এলাকায়। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় চিৎকার করে তিনি বলেন, কিছু কামড়েছে। ঘরের বাইরে দেখা মেলে একটি সাপের। সেটিকে মেরে ফেলা হয়। সোমবার সকালে বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

★ অ্যাম্বুলেন্সে সঙ্গী ডাক্তারই ঃ সাড়ে তিন বছরের শিশুটিকে সাপে কেটেছিল। হাসপাতাল থেকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোটাই যথেষ্ট ছিল না। ৪৫ মিনিটের যাত্রাপথে জরুরি ছিল অ্যাম্বুল্যান্সে চিকিৎসকের সক্রিয় উপস্থিতি। রোগীর স্বার্থে সেটাই করলেন ওন্দা হাসপাতালের চিকিৎসক মধুসূদন হেমব্রম। সারা রাস্তা অ্যাম্বুলেন্সে বসে শিশুটির শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার যন্ত্র পাম্প করে গেলেন তিনি। তিন দিনেরও বেশি কোমায় থাকার পর শিশুটি এখন বিপন্মুক্ত।

২৫ ঃ সাপে কাটার ওষুধ পৌঁছবে ড্রোনে ঃ সাপের কামড়ে মেঘালয় আর ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশি লোক মারা যান। ২০১৭ সালে প্রকাশিত সমীক্ষার হিসেবে চারশোরও বেশি। অথচ প্রত্যন্ত গ্রাম ও পাহাড়ে 'অ্যান্টি ভেনম' মজুত থাকে না। সময়মতো মেলে না বিভিন্ন প্রাণদায়ী ওষুধও। তাই মেঘালয়ে ড্রোনের সাহায্যে প্রত্যন্ত এলাকায় ওষুধ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (নেস্যাক)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে নর্থ ইস্ট কাউন্সিল (এনইসি) ও নেইগ্রিমস্ হাসপাতাল। সাপে কাটার ওষুধ, জীবনদায়ী ওষুধের পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে রক্তও ড্রোনের মাধ্যমে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ওষুধের ব্যবস্থা করবে নেট্রিমস। ড্রোন দেবে নেস্যাক।

২৬ ঃ জয়দেব বেরা (৫০) মারা গেল ঃ কালাচ সাপের দংশনে মৃত্যু হল। ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারুয়া গ্রামে। প্রথমে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে, পরে রাতেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। *এরপর চারের পাতায়*

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯

৩১.৮ ঃ আসামে চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা প্রকাশ ঃ

শনিবার যথাসময়ে প্রকাশিত হল অসমের চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা। প্রায় ৩ কোটি ১১ লাখ বসবাসকারী ঠাঁই পেলেও বাদ পড়লেন প্রায় ১৯ লাখ মানুষ। এঁরা 'ভারতীয়' হিসাবে প্রমাণ করার জন্য আপাতত ১২০ দিন সময় পাবেন। তারপরেও তাঁদের যদি অসমের চূড়ান্ত নাগরিক তালিকায় জায়গা না দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে হাইকোর্টে আবেদন জানাতে পারবেন। হাইকোর্টেও যদি সমস্যার সুরাহা না হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো যাবে।

১.৯ ঃ পানমশলা নিষিদ্ধ হল ঃ

বিহারে নিষিদ্ধ হল ১২টি ব্র্যান্ডের পানমশলা। সবকটির মধ্যেই ক্ষতিকর ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট পাওয়া গেছে। রজনীগন্ধা, রাজনিবাস, সুপ্রিম, পানপরাগ, বাহার, বাহুবলী, রাজশ্রী, রৌনক, সিগনেচার, মধু, কমলা এবং কমলা লাইকস—এই পানমশলা তৈরি, মজুত বা সরবরাহ, পরিবহণ এবং বিক্রি রাজ্য জুড়ে নিষিদ্ধ হল।

৫ ঃ বাসন্তীতে মাদারের মূর্তি ঃ

বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর নতুনহাট বাজার মোড় এলাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে মাদার টেরিজার আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হল। এদিন ছিল মাদার টেরিজার প্রয়াণ দিবস। মূর্তির উন্মোচন করেন বিশপ সালভাদর লোবো।

★ বাসন্তীতে প্রয়াত শিক্ষাগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সেবাশ্রমের সৌজন্যে বাসন্তীর কালীডাঙা *হাইস্কুলে প্রয়াত অধ্যক্ষের স্মৃতিতে এই* স্কুলেই তাঁর নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের শিক্ষক যাদবচন্দ্র বৈদ্য। ২০১২ সালের ১৫ আগস্ট মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত গোটা সুন্দরবনের লাখের ওপর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ছিলেন সমাজসেবী অমল পণ্ডিত, কান্তিলাল দেবনাথ, প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর প্রমুখ।

৮ ঃ প্রয়াত রাম জেঠমালানি (৯৫) ঃ

বিশিষ্ট আইনজীবী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দিল্লির বাসভবনে জীবনাবসান হয়।

১০ ঃ প্রতি সেকেণ্ডে আত্মঘাতী হন একজন : হু ঃ

আত্মহত্যা নিয়ে রিপোর্ট দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। বিশ্ব জুড়ে প্রতি ৪০ সেকেণ্ডে একজন আত্মঘাতী হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনার পর আত্মহত্যাই ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যা বেড়ে চলার কারণ হল, অযাচিতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়া। কিশোরদের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রতিহিংসাই একমাত্র প্রধান কারণ। জানা গিয়েছে, প্রতি বছর আট লক্ষ মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে নারী-পুরুষের আত্মহত্যার হার প্রায় কাছাকাছি হলেও ধনী দেশগুলি নারীদের চেয়ে পুরুষরা প্রায় তিন গুণ আত্মঘাতীপ্রবণ।

১১ ঃ বাজ ঠেকাতে নারকেল গাছ ঃ

বজ্রপাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে কয়েক লক্ষ নারকেল চারা সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাজ পড়ে প্রাণহানির যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলিও কমানো যাবে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাজ পড়ে বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তাই এ ধরনের ঘটনা ঠেকাতে নারকেল চারা লাগানো হবে।

২১ ঃ সমুদ্রতট সাফাই দিবস ঃ

'আন্তর্জাতিক সমুদ্রতট সাফাই দিবস'। এই সাফাই অভিযানে যোগ দিয়েছিল ভারতও। আর জগন্নাথধাম পুরীতেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় জমায়েতটি হয় এই বছর। দশ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক এদিন পুরীর সমুদ্রতট পরিচ্ছন্ন করার কাজে হাত লাগান।

★ চলতি বর্ষায় দেশে বজ্রপাতে মৃত ১৩০০, রাজ্যে ৫২ জন ঃ

এপ্রিল থেকে জুলাই - চলতি বর্ষায় এই চার মাসে দেশজুড়ে বজ্রপাতে ১,৩১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। এই সময়ে দেশজুড়ে ৬৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৪০টি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে ২৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৬১৪টি (৩৬.৪৩ শতাংশ) বাজ মাটিতে পড়েছে। যার মধ্যে ওড়িশায় সর্বাধিক ৯ লক্ষ ২৯৬টি বাজ পড়েছে। এরপর মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গ (৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬০৮টি)। বজ্রপাতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে সবার উপরে উত্তরপ্রদেশ (২২৪)। দ্বিতীয় স্থানে বিহার (১৭০)। এরপরে রয়েছে ঝাড়খণ্ড (১১৮) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৫২)। রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ (৩ লক্ষ ২২ হাজার ৮৮৬টি) এবং বিহারে (২ লক্ষ ২৫ হাজার ৫০৮টি) অপেক্ষাকৃতভাবে বাজ কম পড়লেও, মৃত্যুর হার অনেক বেশি। বজ্রপাতে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে ৬৬ শতাংশ কৃষক পরিবারের। মৃতদের মধ্যে ৭১ শতাংশই ছিলেন গাছের নীচে। ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি বাজের আঘাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

★ সাড়ে৩ কোটিটাকার তক্ষক উদ্ধার ঃ

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মুর্শিদাবাদ করিডর দিয়ে পাচারের আগেই তক্ষক উদ্ধার হল। প্রায় ১১ ইঞ্চির ১টি তক্ষক উদ্ধার হয়। যার আন্তর্জাতিক বাজার দর প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা। পাচারকারীরা বিধাননগরের বাসিন্দা অতনু মজুমদার, জলঙ্গির বাসিন্দা হাফিজুল মণ্ডল, হরিহরপাড়ার বাসিন্দা জিয়ারুল মণ্ডল ও আব্দুল বারিক। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

২৪ ঃ অমিতাভ (৭৬)কে ফালকে সম্মান ঃ

দাদাসাহেব ফালকে সম্মান দেওয়া হবে অমিতাভ বচ্চনকে। অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন আগে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণে সম্মানিত হয়েছেন।

২৫ ঃ বিশ্ব বধির দিবস পালন ঃ

বিশ্ব বধির দিবস উপলক্ষে বিবেকানন্দ রোডের কাছে পেরেন্টস ওন ক্লিনিক ফর ডেফ চিলড্রেন স্কুলে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অ্যাসোসিয়েশন অফ ওটোল্যারিঙ্গোলজিস্টস অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ককলিয়া প্রতিস্থাপন করলে শ্রবণক্ষমতা ফিরে আসে।

২৬ ঃ সুন্দরবন বাঁচাতে ঝড়খালিতে বিশ্ব সম্মেলন ঃ

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে ২ দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল। ঝড়খালিতে স্থানীয় ২টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই ১৫৪ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশবিদ ও ম্যানগ্রোভ বিশেষজ্ঞরা ছিলেন।

প্রশ্ন-উত্তর — ৪৩

১২১) ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোন দেশ 'ফরমোসা' নামে পরিচিত ছিল— উজবেকিস্তান / তাইওয়ান / সুদান। ১২২) 'যখন ছোট ছিলাম' বইটি কার লেখা? ১২৩) দিল্লির কোন ঐতিহাসিক বাগিচা একসময় 'লেডি উইলিংডন পার্ক' নামে পরিচিত ছিল? ১২৪) তামিলনাড়ুর 'উদগমণ্ডলম' শৈলশহরটি কী নামে জনপ্রিয়? ১২৫) 'টাইগার সোয়লোটেল' কোন প্রজাতির প্রাণী? ১২৬) রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় কোন পদার্থের অন্য নাম 'অক্সিডেন'? ১২৭) কোন ফলে সর্বাধিক ভিটামিন 'সি' থাকে— পেয়ারা / কমলা / আনারস? ১২৮) UNESCO-র পুরো কথা কী? ১২৯) 'গরুড়' কোন দেশের বিমানসংস্থা— মালয়েশিয়া / ইন্দোনেশিয়া / থাইল্যান্ড? ১৩০) দোহা কোন দেশের রাজধানী?

গত সংখ্যার (এপ্রিল) উত্তর

১১১) মুম্বই, ১১২) পারমাণবিক শক্তি, ১১৩) Pen, ১১৪) মেক্সিকো, আমেরিকা, কানাডা, ১১৫) অগ্রহায়ণী (মৃগশিখা), ১১৬) নবাব মুর্শিদকুলি খান, ১১৭) ভিটামিন-কে, ১১৮) মোটু পাতলু, ১১৯) Research and Development, ১২০) লখনউ।

বিজ্ঞানের খবর-৪০

জলে চলবে গাড়ি

★ কেবল জল ভরলেই চলবে গাড়ি। অ্যালুমিনিয়াম-এয়ার, জিঙ্ক এয়ার ব্যাটারিতে চলবে নতুন ধরনের এই গাড়ি। এই ব্যাটারিগুলো বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে ধাতুগুলোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। সেই শক্তিতেই চলবে গাড়ি। কোনো কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হবে না গাড়ি থেকে। এছাড়া প্রত্যেকটা পদার্থই পুনর্ব্যবহারযোগ্য। এই গাড়ি এক ব্যাটারিতে টানা ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবে। তবে ব্যাটারিতে ভরতে হবে জল, তা থেকেই অক্সিজেন নেবে এটা। জল ও বাতাস এই গাড়ির ব্যাটারির শক্তির উৎস। ইজরায়েলের সংস্থা ফিনার্জির সিইও আভিভ জিদান এই আইডিয়ার উদ্ভাবক। *(২৩.১.১৯)*

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৪০

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার

★ এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারে বিশ্বে যত ব্যক্তি মারা যান তার এক চতুর্থাংশই ভারতে। ইন্ডিয়ান জার্না অফ মেডিক্যাল অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি'র এক সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, ৩০-৬৯ বছর বয়সী ভারতীয় মহিলাদের ১৭ শতাংশই প্রতি বছর এই রোগের শিকার হয়ে মারা যান। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন 'কল্পোস্কোপ' যথেষ্ট ব্যয়বহুল (দাম ২-৮ লক্ষাধিক টাকা) হওয়ার কারণে পরীক্ষার খরচও বেশি এবং হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে করাতে হয়। সেই সমস্যা শীঘ্রই দূর হতে চলেছে। নতুন একটি পোর্টেবল যন্ত্র, যা অনায়াসেই পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যায়, তৈরি করেছেন ব্রিটেনের ডিউক ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর নিম্মি রামানুজন এবং তাঁর সহকারীরা এবং নয়াদিল্লির অল-ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) সম্প্রতি এই 'পকেট কল্পোস্কোপ'-এর ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করেছে। পরীক্ষা চালানো হয়েছে ওই হাসপাতালের রোগীদের উপর। নতুন ছোট যন্ত্রটির দামও অনেকটাই কম (৩৫-৪০ হাজার টাকা)।

ছাগ-কর্ণ : মানুষের নাক-কানে

★ রাজ্য প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের সাত সদস্যের একদল চিকিৎসক-গবেষক ছাগলের কানের কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি ব্যবহার করে তৈরি করে ফেলেছেন এমন এক 'ইমপ্ল্যান্ট', যার খোঁজ চলছিল দুনিয়াজুড়ে। এই ইমপ্ল্যান্ট জৈব পদ্ধতিতে তৈরি, দামও নামমাত্র। তিন বছর ধরে চলা এই কাজের বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে 'জার্নাল অফ টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিজেনারেটিভ মেডিসিন'-এর ডিসেম্বর সংখ্যায়। প্রথমে খরগোশ ও কুকুরের উপর প্রয়োগ করে সন্তুষ্ট হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তারপরেও সফল ভাবে এই ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা হয়েছে আরজি করের অন্তত ২৫ জন রোগীর উপর। এই ইমপ্ল্যান্ট জৈব পদ্ধতিতে তৈরি, দাম পড়তে পারে হয়তো ১০০০ টাকারও কম। এইসব অপারেশনের ক্ষেত্রে রোগীর পাঁজর থেকে তরুণাস্থি নেওয়া হয় অথবা বাজার থেকে রেডিমেড ইমপ্ল্যান্ট কিনতে হয়। প্রথম বিকল্পের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত অপারেশন দরকার পড়ে, যা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমপ্ল্যান্ট কিনে নেওয়া হয়।

তিন হাসপাতাল ঘুরে মৃত্যু বনকর্মীর

★ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের দক্ষিণ রায়ডাক রেঞ্জের রায়ডাক বিটের কর্মী ছিলেন কার্তিক গুহরায়। গভীর রাতে টহল দেওয়ার সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাত আড়াইটে নাগাদ কার্তিককে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে রেফার করেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তাকে সেবক রোডের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। পায়ে পচন ধরার আশঙ্কা থাকায় তা বাদ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা হবে বলেও ঠিক হয়।' শল্য চিকিৎসক জানান, পা বাদ দিলে প্রাণ বাঁচবেই— এমন নিশ্চয়তা চান বাড়ির লোকজন। তা দেওয়া হয়নি বলে নিজেদের ঝুঁকিতে রোগীকে ছাড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যান। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তার ডান পা বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। দ্বিতীয় নার্সিংহোম সূত্রে জানানো হয়, রোগীর সেপ্টিসেমিয়া হয়ে গিয়েছিল। রাতে কার্তিক মারা যান। এই তো আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা। *(১৮.১২.১৮)*

এটিএমে প্রতারণা

★ এটিএমে গিয়ে প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে ৭৮ হাজার টাকা খোয়ালেন এক বৃদ্ধ। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ব্যাঙ্কের বাইরেই পড়ে যান *অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী অমিয় কুমার পাল (৬৮)।* মাথার পিছনে গুরুতর আঘাত লাগে। সেই আঘাতের কারণেই সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। শনিবার সকালে আমডাঙা থানার সন্তোষপুরের বাড়ি থেকে মিরহাটিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএমে আসেন। এটিএমে টাকা তোলার সময় দুই যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এটিএম থেকে বেরোনোর সময় তাদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যান অমিয়বাবু। এটিএম কার্ডটিও ছিটকে পড়ে যায়। যদিও ওই দুই যুবকই অমিয়বাবুকে কার্ডটি খুঁজে দেয়। কিন্তু বাড়ি ফিরে অমিয়বাবু বুঝতে পারেন, কার্ডটি পাল্টে দিয়েছে ওই দুই যুবক। *(২৬.৪.১৭)*

পকেটমারির রকমফের

ক্লিপ্টোম্যানিয়া চোরকে নিয়ে নাস্তানাবুদ

★ বিবাহিত কিন্তু পরিবারের লোকজন কোথায় তা তার জানা নেই। সে নমিতা মণ্ডল। চুরি করা পেশা নয়, অভ্যাস। নমিতা ক্লিপ্টোম্যানিয়ায় আক্রান্ত। বনগাঁর ফুটপাতের ধারে কালীতলা ফলের দোকান থেকে ফল চুরির অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একাধিক চুরির সঙ্গে যুক্ত। তার কাছ থেকে একজোড়া কানের দুল এবং একটি সোনার বালা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে হাজির করা হয়েছিল বনগাঁ আদালতে। পুলিশ জেরায় সে জানায়, 'স্যার অনেকবার নিজেই নিজেকে বলেছি আর চুরি করব না। কিন্তু আমার মাথায় কী যেন একটা হয়। তারপর আর চুরি না করে থাকতে পারি না। এর আগে এক ব্যক্তির ঘরের টালি খুলে ঘরের ভেতর থেকে গৃহস্থের ছাগল চুরি করে নিয়ে যায় সে। তার চুরির তালিকায় আছে কেরোসিন তেল, চায়ের দোকান থেকে চা। কয়েক মাস আগে বনগাঁর এক মন্দির থেকে মূর্তির গায়ে থাকা সোনা রুপোর গয়না চুরি করে। রাত-দিন যে কোনও সময় বাড়ির লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের সামনে থেকেই হাতসাফাই করার ঘটনা ঘটেছে বহুবার। এর আগেও পুলিশ নমিতাকে গ্রেপ্তার করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আবারও চুরি করা শুরু করে। ক্লিপ্টোম্যানিয়া অর্থাৎ চুরির বাতিক পুরুষদের থেকে বেশি মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যেও এই চুরির নেশা থাকে। বর্তমানে ক্লিপ্টোম্যানিয়ায় আক্রান্ত এই চোরকে নিয়ে এখন ঘাম ছুটেছে পুলিশের। *(১৯.৩.১৯)*

বেলজিয়ামে অভিনব উপায়ে ডাকাত পাকড়াও

★ বেলজিয়ামের ছোট্ট শহর শার্লেহঁয়াতে ছয়জনের একটি ডাকাত দল একটি ই-সিগারেটের দোকানে গিয়েছিল লুঠপাঠের উদ্দেশ্য নিয়ে। কীভাবে কোথা থেকে অপারেশন শুরু করবে দীর্ঘদিন ধরে তার পরিকল্পনা হয়েছিল, এমনকী সিসি ক্যামেরাকে কীভাবে এড়ানো যায় সেই ফন্দিও আঁটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি ওই দোকানি কতটা ধূর্ত। ডাকাত দেখে তিনি প্রথমে খানিকটা ঘাবড়ে গেলেও পরে সামলে নেন। তাঁর মাথায় একটি বুদ্ধি চট করে খেলে গেল। তিনি ডাকাত দলকে বললেন, যে তখন তাঁর হাতে বেশি অর্থ নেই, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আসবে। ডাকাতদল যদি পরে এসে অর্থ নিয়ে যায় তাহলে তাদের লাভ হবে। যেখানে ওই ছয়জন লুঠপাট গুলি চালানো, হল্লাবাজি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল সেখানে যে এত সহজে কাজ হয়ে যাবে তা তারা ভাবেনি। ওই দোকানির কথাকে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয়। নির্দিষ্ট সময়ে যখন ওই দলটি আসে তখন দোকানি আগে থেকে বলে রাখা পুলিশদের তাদের গ্রেপ্তার করে। ওই দোকানের মালিকের নাম দিদিয়ের। এখন চারদিকে তাঁরই জয়জয়কার। দ্বিতীয়বার যখন ডাকাতদল আসে দিদিয়ের তাদের বলেন এখন তো সাড়ে পাঁচটা বাজে, দোকান বন্ধ হওয়ার সময়ে এলে আরও লাভ হবে। সেটি তারা মেনেও নেয়। আরও একঘন্টা পরে তৃতীয়বারের জন্য এসে পুলিশের জালে পড়ে তারা। *(৬.১১.১৮)*

পুজোর নামে সাপ রেখে গয়না নিয়ে চম্পট

★ বেলদার শুভেন্দু দত্তের পরিবারে সাপুড়ে পরিচয়ে একজন এসে বলেছিল, সামনে সাপ রেখে ৩ দিন পুজো করলে বাড়ির এক তরুণের প্রতিবন্ধীত্ব ঘুচে যাবে। প্রায় ২৩ বছর বয়সী যুবক নাকি প্রার্থনার জেরে ৩ দিনের মধ্যে হাঁটতে পারবেন। ৩ দিনের মাথায় তিনি হাঁটলেন না। কিন্তু 'সাপুড়ে'রও খোঁজ মিলল না। পুজোর সামগ্রী কেনার নাম করে বেরিয়ে চম্পট দেয় সে। দত্তবাড়ির যখন খেয়াল হল ততক্ষণে উধাও হয়ে গিয়েছে পরিবারের গয়নাও। পুজোর নাম করে পুঁটুলিতে বেঁধে সেই গয়না সাপের ঝুড়িতে রেখেছিল সেই প্রতারক। একই রকম পুঁটুলি রেখে স্বর্ণালঙ্কার ভর্তি পুঁটুলিটি নিয়ে পগারপাড় 'সাপুড়ে'। গয়না খুইয়ে বুধবার শুভেন্দু দত্ত বলেন, 'এমনভাবে লোকটা বিশ্বাস অর্জন করেছিল যে এই কাণ্ড ঘটাবে বুঝতেই পারিনি।' প্রতিবন্ধী শুভদীপের ঠাকুমা গৌরী দত্ত বলেন, 'আমাকে মা বলে ডেকে ডেকে এমন ভাব জমিয়েছিল যে লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম।' বিজ্ঞানমনস্কদের মতে, কুপ্রথায় অন্ধ বিশ্বাসের মাসুল দিতে হয় এভাবেই। যাঁরা এসবে ভরসা করেন, তাঁদেরই টার্গেট করে প্রতারকরা। *(৩.২.১৯)*

অভিনয়ের টোপে গচ্চা গেল ২ লক্ষ ৬৪ হাজার

★ সিঁথি থানা এলাকার দমদম রোডের বাসিন্দা অভিযোগকারিণী ইন্দ্রাণী সাহার সঙ্গে কয়েক মাস আগে আলাপ হয় সঞ্জয় মিশ্রের। তিনি মুম্বইরে আন্ধেরি ওয়েস্টের বাসিন্দা। ইন্দ্রাণীর দাবি, গত এপ্রিলে সঞ্জয় তাঁদের বাড়িতে আসেন। জানান, টলিউড ও বলিউডে তাঁর যোগাযোগ আছে। *ইন্দ্রাণী অভিনয়ের জন্য যোগ্য প্রার্থী।* তিনি চাইলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। ইন্দ্রাণীর অভিযোগ, সিনেমায় সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য কশন মানি হিসাবে প্রথমে কিছু খরচ দিতে হবে বলে জানান সঞ্জয়। সঞ্জয়ের কথা মতো তিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা জমা দেন। সঞ্জয় আশ্বাস দিয়েছিলেন, কশান মানি হিসাবে জমা দেওয়া টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন। কিন্তু কয়েক মাস পেরোলেও অভিনয়ের কোনও বন্দোবস্তই হয়নি। কশন মানিও ফেরত পাননি। একাধিক বার তিনি অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপরেই তিনি সিঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। *(১২.৭.১৯)*

রোজ ২০০০ কয়েন হাফিস

★ তারক জয়সওয়াল (৬৫) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমানের মেমারি শাখার সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। গত ১৭ মাস ধরে প্রতিদিন ব্যাঙ্ক থেকে ২০০০টি করে ১০ টাকার কয়েন নিয়ে গিয়েছেন বাড়িতে। অর্থাৎ মাসে ৫০ হাজার কয়েন। ১৭ মাসে মোট ৮ লক্ষ ৪০ হাজার কয়েন। টাকার অঙ্কে মোট ৮৪ লক্ষ টাকা। এই টাকা কয়েন কারেন্সি চেস্টে রাখা ছিল। ব্যাঙ্কের কারেন্সি চেস্টের দায়িত্ব থাকে কোনও সিনিয়র ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের জিম্মায়। এক্ষেত্রে তা ছিল তারক জয়সওয়ালের জিম্মায়। তিনি এখন শ্রীঘরে বন্দি। গত ২৭ নভেম্বর থেকে ব্যাঙ্কের অডিটে বিষয়টি ধরা পড়ে। তিনি হঠাৎ ব্যাঙ্কে আসা বন্ধ করে দেন। এরপর পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে তারককে গ্রেপ্তার করে। তারক বলেছেন, ৮৪ লক্ষ টাকা তিনি লটারির টিকিট কিনতে খরচ করেছেন। অথচ একবারও তিনি লটারিতে জেতেননি। ব্যাঙ্কের সন্দেহ কয়েন ছাড়াও আরও অনেক টাকাও হাফিস করেছেন তারক। অডিট শেষ হলে তা জানা যাবে।

হ্যাকারের গ্রাসে ফিক্সড ডিপোজিট

★ ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের গচ্ছিত টাকা গ্রাহকের অজান্তেই প্রি-ম্যাচিওর্ড হয়ে দিল্লির গুরগাঁও থেকে কেপমারির অভিযোগ উঠেছে। যে মহিলার টাকা প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে তিনি হাওড়ার বেলুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনায় প্রকাশ বেলুড়ের রামলাল নিয়োগী লেনের বাসিন্দা দেবাশিস মুনিয়া গত ২০১৫-এর ২৯ জুলাই তার স্ত্রী দোলা মুনিয়ার নামে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তিন বছরের জন্য ফিক্সড ডিপোজিড করেন লিলুয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। গত মঙ্গলবার মোবাইলে আসা ব্যাঙ্কের এসএমএস দেখে এদের চোখের ঘুম উড়ে যায়। দোলা দেবী জানতে পারেন তার ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা প্রিম্যাচিওর্ড করে কেউ বা কারা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৩২৪.৩৬ টাকা তুলে নিয়েছে। ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজখবর নিতেই জানা যায় ৩,৭০,৩২৪ টাকা তোলা হয়েছে দিল্লির গুরগাঁও থেকে। কিন্তু পুনরায় জমা পড়েনি। এরপর বেলুড় থানায় বিষয়টি জানিয়ে এফআইআর করা হয়। কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি।

জালিয়াতির নতুন ফাঁদ, চেক ক্লোনিং

★ ব্যাঙ্ক জালিয়াতির নতুন ও অভিনব পদ্ধতি চেক ক্লোনিং। চেক ক্লোনিং করে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এবার গ্রেপ্তার করা হল হুগলির শিয়াখালার ব্যাঙ্ককর্মী সুনীত রায়কে। স্ত্রীর সঙ্গে গুয়াহাটির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যৌথ অ্যাকাউন্ট রয়েছে অনিলচন্দ্র গোস্বামীর। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ ২৫ লক্ষ ১০ হাজার তুলে নিয়েছে। এই ঘটনায় অসম পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন অনিলবাবু। অসম পুলিশ তদন্তে নেমে দেখেন ওই টাকা উঠেছে শ্যামবাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা থেকে। তখনই অসম পুলিশের কর্তারা এই বিষয়ে যোগাযোগ করেন লালবাজারের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে। শ্যামবাজারের ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শোভারানি দেখেন পুরো ঘটনাটাই ঘটেছে হুগলির শিয়াখালার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা থেকে। তখনই তিনি এই বিষয়ে উল্টোডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শিয়াখালার ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখাতেই অনিলবাবুর অ্যাকাউন্ট বার বার লগ ইন হয়েছিল। ওই ব্যাঙ্কের কম্পিউটার বিভাগের দায়িত্বে ছিল সুনীত রায়। সেই সুনীতই গুয়াহাটির অনিলবাবুর অ্যাকাউন্ট থেকে বার বার চেক ক্লোনিং করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা তুলে নিয়েছিল। সুনীতকে সাহায্য করেছিল আরও দুই ব্যাঙ্ক জালিয়াত শুভাশিস পাল এবং সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভাশিসের বিরুদ্ধে অসমে একাধিক ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। সে ছিল সে রাজ্যের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ব্যাঙ্ক জালিয়াত। সুনীতির সূত্র ধরে ওই দুই জালিয়াতকেও গ্রেপ্তার করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। পরে হেয়ার স্ট্রিটের একটি ব্যাঙ্ক থেকে অনিলবাবুর ১৪ লক্ষ টাকা উদ্ধারও করেন গোয়েন্দারা। *(২.৩.১৯)*

সাপের কামড়ে মৃত্যু

তিনের পাতার পর

২৭ ঃ সাপ তেজস ঃ মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমলায় নতুন প্রজাতির একটি সাপ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে শিব সেনাপ্রধান উদ্ধব ঠাকরের ছোট ছেলে তেজস ঠাকরের নামে। এদের নিয়ে গবেষণা করেন তেজস ঠাকরে, তিনিই ২০১৫ সালে এদের খুঁজে পান। তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়গুলি তিনি ফাউন্ডেশন ফর বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের সামনে রেখেছেন। তাই এই সাপের নাম রাখা হয়েছে ঠাকরেস ক্যাট স্নেক। বৈজ্ঞানিক নাম বইগা ঠাকরেয়ি।

২৮ ঃ পলাশি হালদারকে ছোবল ঃ পলাশি হালদারকে সাপে ছোবল দেয়। সাপটিকে ধরে মহিলা চলে আসেন হাসপাতালে হাবড়ার বাণীপুর এলাকায়। হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

২৯ ঃ আরিফ আলি মোল্লা (৩৭) মারা গেল ঃ মথুরাপুরের পূর্ব খড়িবেড়িয়া গ্রামে। রাতে ঘুমের মধ্যে তাঁকে ছোবল দেয় সাপ। মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয়।

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com
EDITOR : PRABHUDAN HALDAR